দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৮ ...

মির্জাপুরে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে অনিয়মের অভিযোগ

■ মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

ঝরে পড়া শিশুদের বিদ্যালয়গামী, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হলেও মির্জাপুর উপজেলায় শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। একটি সিন্ডিকেট চক্র শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের নামে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে জানা গেছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষক এই মালামাল ক্রয়ের কথা থাকলেও তারা এই মালামাল ক্রয় করতে পারছে না।

মির্জাপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, একটি পৌরসভা ১৪টি ইউনিয়নে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৬৭টি। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের বিদ্যালয়গামী করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর বিনামূল্যে বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়ের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেন। টিচিং ল্যার্নিং মেটারিয়াল (টিএলএম) এই শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করার কথা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং প্রধান শিক্ষক। এই শিক্ষা উপকরণের মধ্যে রয়েছে, শিশুদের পড়ার মত মডেল, চার্ট, বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, খেলনাসহ বিভিন্ন উপকরণ।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভা ও প্রধান শিক্ষকগণ জানান, ৫ হাজার টাকার মালামাল নিজেদের ক্রয় করার বিধান থাকলেও ঐ সিন্ডিকেট চক্র তা ক্রয় করতে দেয়নি এবং কোনো টাকাও দেয়নি। বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে তারা ভুয়া বিলে বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর নিয়ে গেছেন।

এই সিন্ডিকেট চক্রের মূলহোতা শিক্ষক নেতা হিসেবে পরিচিত চিতেশ্বরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ছানোয়ার হোসেন, বুদিরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মঞ্জুর কাদের ও কাঠালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ। ৫ হাজার টাকার শিক্ষা উপকরণ দুই থেকে আড়াই হাজার টাকায় ক্রয় করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাপ্লাই দিচ্ছে। যে উপকরণগুলো সাপ্লাই দিচ্ছে তাও আবার অতি নিম্নমানের।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানা যায়, জামুর্কি ইউনিয়নের তিনটি, পৌরসভার তিনটি, গোড়াই ইউনিয়নের দুইটি, আজগানা ইউনিয়নের দুইটি, বাঁশতৈল ইউনিয়নের দুইটি বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষা উপকরণ পাঠানো হয়নি। বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখিয়ে ঐ চক্রটি বিল ভাউচারে স্বাক্ষর নিয়ে গেছে।

সিন্ডিকেট চক্রের মূলহোতা ছানোয়ার হোসেনের সঙ্গে মুঠোফোনে বার বার যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন।

অপর সদস্য মো. মঞ্জুর কাদের বলেন, আমরা কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নই। সরকারি নিয়ম মতই মালামাল ক্রয় হচ্ছে। একটি চক্র তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. খলিলুর রহমান বলেন, শিক্ষা উপকরণ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষক ক্রয় করার কথা। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি মালামাল ক্রয় করে টাকা নিতে পারেন সে জন্য ভাউচারে স্বাক্ষর আনা হয়েছে। পরে তাদের চেক দেয়া হবে।